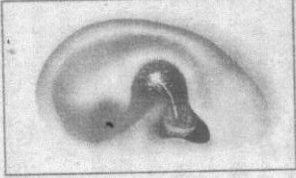


শব্দদূষণ রূখতে সাফল্য চাকদহে

এই সময়, কৃষ্ণগর: এবারের পূজায় শব্দ দৈত্যকে জপ করল। নারায়ণ চাকদহ পুরসভা। শুধু পুর এলাকার মানুষকে স্বস্তি দেওয়াই নয়, ডিজের হস্তা এবং নিকট শব্দ বাজি রুখে দিয়ে গৌটা জেলাতেই পথ সেখাল এই পুরসভা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পুরবোর্ড শব্দ দূষণ রোখার জন্য বৈঠক করে। যৌথ নজরদারির দায়িত্ব নেয় পুরসভা, পুলিশ এবং বিজ্ঞান সচেতন সংগঠন। ফল মিলেছে হাতেমতো। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী পূজায় শাস্তি পেয়েছেন পুর নাগরিকরা। চাকদহ রামলাল অ্যাকাডেমির প্রাক্তন শিক্ষক বিপুলরঞ্জন সরকার বলেন, 'ভালো পদক্ষেপ। বাজির জোর আওয়াজ তেমন শুনিনি। মাইকের আওয়াজও নিয়ন্ত্রণে ছিল।' গৃহবধু প্রভা শীল বলেন, 'কান ঝালাপালা হয়নি এ বার। আমাদের মত বয়স্ক মানুষদের এবার পূজোটা ভালো কেটেছে।'



পূজায় লাগামহীন হই-
হুম্বোড়ের চেনা ছবিটা
এ বার বদলে গিয়েছিল
চাকদহে। ডিজের-র
কানফটানো শব্দের
সঙ্গে ছিল না উদ্দাম নাচ।
শব্দবাজিও প্রায় উধাও। শব্দ
দূষণের অভিযোগ আসেনি।

জানাতে গিয়ে মদ্যপ যুবকদের রক্তচক্রুর সামলে পড়তে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত চাকদহ পুরসভা শব্দদূষণ বিরোধী এমন পদক্ষেপ নেওয়ার কাজটা সহজ হয়ে যায়।'

চাকদহ পুরসভার পুরপ্রধান দীপক চক্রবর্তী বলেন, 'গত ২২ ফেব্রুয়ারি পুরবোর্ডের সভা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল শব্দ দূষণ রোখা হবে। জনস্বার্থ ও শব্দ দূষণ রোধ সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ পুর আইন ১৯৯৩-এর ৩৫০ নং ধারা অনুসারে পুরসভা এলাকায় ডিজের হস্তা এবং বিকট শব্দবাজি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে সবটা আটকাতে পেরেছি

বলছি না। কিন্তু বাজির মাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ছিল। লক্ষ্মী পূজায় বাজি নিয়ে কিছুটা মাতামাতি থাকলেও আগের মতো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ছিল না।'

রানাঘাট পুরসভার পুরপ্রধান পার্শ্বসারথি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সচেতনতার প্রচার চালিয়ে মাইকের শব্দকে এখানেও নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে চাকদহ পুরসভার মত শব্দবাজি এবং ডিজের নিয়ে একই পদক্ষেপ করার ইচ্ছা রয়েছে।' শান্তিপুত্রের পুরপ্রধান অজয় দে বলেন, 'শান্তিপুত্রের বড় উৎসব রাস। এখানে-এত বেশি মানুষের সমাগম হয় যে বাজি ফটানোর জায়গা প্রায় থাকে না। তবে মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এ বার নজর থাকবে।'

এ বারের পূজোতে স্থানীয় নরেন্দ্রপত্নী এবং কাঠের পোল এলাকার শব্দবাজির একটু উপদ্রব ছিল। কিন্তু স্থানীয় মানুষরা ফোন করে পুরসভা এবং চাকদহ থানার পুলিশকে জানাতেই তারা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে বন্ধ করে দেন। চাকদহ পুরসভার পুরপ্রধান বলেন, 'আমরা চাইছি জেলার অন্য পুরসভা এবং পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষও একই ব্যবস্থা নিক। তাতে বয়স্ক মানুষ, পরীক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষেরাও স্বস্তি পাবেন। ডাউন সিনড্রোমের হাত থেকে রক্ষা পাবে নবজাতকরা।'

পুর এলাকার বাসিন্দারা বলেন, একদিনে সবাইকে সচেতন করা যাবে না ঠিকই, তবে ধারাবাহিক ভাবে সচেতনতার প্রচার চালানো হলে শব্দবাজিকে সত্যিই জ্বক করা সম্ভব।

সংখ্যা - ২০

৩৯৯ মঙ্গল ২০ মে শুক্রবার ২০১৮